সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি

কেয়ার পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংগঠন, সংগঠনটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেয়ার ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবায় ১০০ টি দেশে কাজ করে যাচ্ছে। কেয়ার ১৯৪৯ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করছে।

কেয়ার-এর সরবরাহকারী হিসেবে তালিকাভুক্ত হবার অংশ হিসেবে, এই চুক্তিটি সম্পূর্ণ পাঠ করতে হবে এবং সজ্ঞানে জেনে বুঝে সরবরাহকারী/সরবরাহকারীদের স্বাক্ষরসহ প্রকিউরমেন্ট বিভাগে জমা দিতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হয়রানী, যৌন হয়রানী, যৌন শোষণ, যৌন নির্যাতন, অপব্যবহার, প্রতারণা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কেয়ার এর নীতিমালা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে তাদের কোনরকম ক্ষতিপূরণ প্রদান ছাড়াই যে কোন ঠিকা বা চুক্তি বহাল বা বাতিল করার পূর্ণ অধিকার কেয়ার সংরক্ষণ করে।

সংজ্ঞা:

এই চুক্তিপত্রে ব্যাবহৃত নিম্নোক্ত শব্দসমূহ পার্শ্বে উল্লেখিত অর্থ বহন করবে:

- চুক্তি: যেকোন চুক্তি, ঠিকা, সমঝোতা স্মারক, অর্থ সংক্রান্ত নথি যার অধীনে আপনার দ্বারা পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করা হবে।
- শিশু: একজন মানুষের যৌবনপ্রাপ্তির বয়স সম্পর্কে স্থানীয় বা দেশীয় ধারণা যাই হোক না কেন, ১৮ বছরের কমবয়সী যে কেউ শিশু বলে গণ্য হবে।[১]
- ঝুঁকিপূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক:
  - যাদের বয়স ১৮ বছরের বেশি এবং যারা বিপদ বা শোষণ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে অক্ষম বলে নিজেদের সনাক্ত করে; বা
  - যাদেরকে তাদের লিঙ্গ পরিচয়, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধকতা, জাতিগত পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয়, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থান, বা কোন সংঘাত এবং বিপর্যয়ের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করা হয়।[২]
- যৌন শোষণ: যৌন শোষণের অর্থ হলো কারো দুর্বল অবস্থানের সুযোগ নিয়ে অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে অথবা ক্ষমতার তারতম্যকে কাজে লাগিয়ে কিংবা বিশ্বাস ভঙ্গের দ্বারা অপরকে যৌন শোষণ করা

---

[১] ২০১৩ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের বাইরের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌন শোষণ ও যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষায় নূন্যতম পরিচালনা আদর্শগুলি কার্যকর করার লক্ষ্যে ইন্টার এজেন্সি স্টান্ডিং কমিটির (আইএএসসি) নির্দেশনা থেকে শিশু'র এই সংজ্ঞা নেয়া হয়েছে।

[২] যৌন শোষণ এবং যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষায় এবং শিশু সুরক্ষায় কেয়ারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা

বা সেই উদ্দেশ্যে এমন কোন অসদাচরণ করা এবং তার দ্বারা আর্থিক, সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া।[৩]

- যৌন নির্যাতন: যৌন নির্যাতন বলতে এমন যৌন আচৰণকে বোঝানো হয় যেখানে সম্মতি ছাড়া, অনধিকাৰে, জোৰপূর্বক, অসম অথবা বাধ্যতামূলক পৰিবেশে কাউকে শাৰীৰিকভাবে যৌন হেনস্তা কিংবা যৌন নিপীড়ন কৰা হয়।
- যৌন হয়রানী[৪]:
    - অসৌজন্যমূলক, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অবাঞ্ছিত যৌন আচরণ বা অসামাজিক আচরণ যা অপর ব্যক্তির কাছে হয়রানী হিসেবে বিবেচিত।
    - যেকোন কর্মকাণ্ড যা কর্মক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রের বাইরে একজন নারী বা পুরুষের জন্য মর্যাদাহানিকর বা অপমানজনক। বংশ, বর্ণ, ধর্ম, জাতি পরিচয়, যৌন পরিচয়, বয়স, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, বৈবাহিক অবস্থা, নাগরিকত্ব, অক্ষমতা বা কোন সামরিক পরিচয়ের কারণে যেকোন ধরণের অপব্যবহার বা বৈষম্য।
    - ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার অসৌজন্যমূলক উক্তি, হাস্যরসাত্মক, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করা।
    - অনাকাঙ্ক্ষিত যেকোন রকম স্পর্শ বা শারীরিক সংস্বর্গ।
    - অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন ইঙ্গিত বা অযাচিত প্রস্তাব প্রদান।
    - যৌন প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় শাস্তি হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক এবং মানসিক চাপ প্রদান।
    - কারো শরীর বা পোশাক নিয়ে যৌন আক্রমণাত্মক মন্তব্য করা।
    - স্থিরচিত্রসহ বিভ্রান্তিকর, ভীতিকর বা যৌন ইঙ্গিতমূলক কোন বস্তু বা ছবি প্রদর্শন বা সংরক্ষণ করা।
    - পর্নোগ্রাফিক ভিডিও-সহ, যৌন উত্তেজক/ ইঙ্গিতপূর্ণ লিখিত, ধারণকৃত বা ইলেকট্রনিক বার্তা প্রদান।

কেয়ার বাংলাদেশের প্রতারণা ও দুর্ণীতির উপর জিরো টলারেন্স নীতিমালা অনুসারে প্রতারণা এবং দুর্নীতির উদাহরণ:

- কোন প্রধান দলিল বা সম্পূরক দলিল, বিল, চালান, নিবন্ধন বা হিসাব এর রদবদল বা জালিয়াতি;
- চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বা অন্য কোন অর্থনৈতিক দলিলের রদবদল বা জালিয়াতি;
- লেনদেনে অযোগ্যতা, আর্থিক প্রতিবেদন, আর্থিক লেনদেন, বা দরকষাকষি প্রক্রিয়ায় অযোগ্যতা;
- পরিবর্তন, ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা, ইচ্ছাকৃত অব্যবস্থাপনা বা দলিল, তথ্য উপাত্তের অপব্যবহার এবং/অথবা এই সম্পর্কিত অনিয়ম।

---

[৩] "যৌন শোষণ" এবং "যৌন নির্যাতন" শব্দ দুটিকে জাতিসংঘের মহাসচিবের বুলেটিন: যৌন শোষণ এবং যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ (এসটি/এসজিবি/২০০৩/১৩) থেকে নেয়া হয়েছে।

[৪] বৈষম্য, হয়রানী এবং শোষণ সম্পর্কিত জিরো টলারেন্স নীতিমালা।

প্রত্যয়ন

- এই ঘোষণাপত্র নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে (This declaration form is to confirm that), কেয়ার বাংলাদেশের একজন সরবরাহকারী হিসেবে, আমার প্রতিষ্ঠান এবং সকল কর্মীরা যৌন হয়রানী, শোষণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের অপব্যবহার প্রতিরোধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা এমন কোন কাজ করবো না যা কেয়ার এর যৌন হয়রানী, শোষণ এবং অপব্যবহার সম্পর্কিত জিরো টলারেন্স নীতির পরিপন্থী।
- আমি এখানে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আমার প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীরা এমন কোন কাজ করবে না যা কেয়ার এর জিরো টলারেন্স নীতি অনুসারে জালিয়াতি বা দুর্নীতি হিসেবে প্রতীয়মান হয়। আমি আরো নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে জালিয়াতি বা দুর্নীতির কোন ঘটনা ধরা পড়লে বা অভিযোগ পাওয়া গেলে সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে উপযুক্ত তদন্ত, তত্ত্বাবধান, প্রতিকারের মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

নিম্নে আমার স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে আমি ঘোষণা করছি যে, আমি সরবরাহকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধি এবং সেই মতে কেয়ার বাংলাদেশের উপরোক্ত নীতিমালা মেনে চলার নিশ্চয়তা প্রদান করছি।

স্বাক্ষর

---	---
সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা	সরবরাহকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধির নাম ও পদবী
---	---
কেয়ার প্রতিনিধির নাম, পদবী এবং স্বাক্ষর	সরবরাহকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধির স্বাক্ষর
তারিখ: ---	তারিখ: ---